যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

যমুনা ভবন, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী।

যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এর ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২৭ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি., ১৩ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শনিবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়।

কোম্পানির আর্টিকল্‌স অব এসোসিয়েশন এর ধারা ১০২ অনুযায়ী বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর চেয়ারম্যান (সচিব) এবং কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব এ বি এম আজাদ এনডিসি সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় নিম্নোক্ত পরিচালকবৃন্দ ও কোম্পানি সচিব উপস্থিত ছিলেন: -

১	জনাব শংকর প্রসাদ দেব	স্বতন্ত্র পরিচালক
২	জনাব মোঃ সামসুদ্দোহা	স্বতন্ত্র পরিচালক
৩	জনাব অনুপম বড়ুয়া	পরিচালক
৪	জনাব এ কে এম মিজানুর রহমান	পরিচালক
৫	জনাব দীপক কুমার চক্রবর্তী	পরিচালক
৬	জনাব শেখ মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন	পরিচালক
৭	জনাব মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান	পরিচালক
৮	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন আনচারী	পরিচালক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক

জনাব মোঃ মাসুদুল ইসলাম, কোম্পানি সচিব সভায় উপস্থিত থেকে কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করেন।
কোম্পানির সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে ৯৭ জন ব্যক্তিগতভাবে এবং ৪ জন প্রক্সির মাধ্যমে অনলাইনে উপস্থিত ছিলেন।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব এ বি এম আজাদ এনডিসি যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমেটেড এর ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত সম্মানিত পরিচালকবৃন্দ, বিপিসি'র পরিচালকবৃন্দ, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, বিপিসি'র প্রতিনিধিবৃন্দ, অতিথিবৃন্দ এবং সভায় উপস্থিত সম্মানিত শেয়ারহোল্ডাগণকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানান। তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এর ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার শুভ সূচনা ঘোষণা করেন। সভার প্রারম্ভে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন কোম্পানির ইবাদত খানার ইমাম জনাব নুরুল আলম। এ পর্যায়ে কোম্পানি সচিব পরিচালকমন্ডলীকে তাঁদের পরিচিতি প্রদানের অনুরোধ করলে পরিচাকলকবৃন্দ নিজ নিজ পরিচিতি প্রদান করেন।

সভাপতি মহোদয় কোম্পানি সচিব জনাব মোঃ মাসুদুল ইসলাম কে সভার নোটিশ পাঠের আহবান জানান। কোম্পানি সচিব সভার নোটিশ পাঠ করেন এবং চেয়ারম্যান মহোদয়কে সার্বিক বিষয়ে বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের বক্তব্য:

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ, পরিচালকমণ্ডলী ও সুধিবৃন্দকে সালাম জানিয়ে বক্তব্যের শুরুতে চেয়ারম্যান মহোদয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সেই সাথে গভীর শ্রদ্ধা জানান ১৯৭৫ এর ১৫ আগষ্ট শহীদদের এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। তিনি আরও কৃতজ্ঞতা জানান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার প্রতি, যাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের মধ্যেও বাংলাদেশ বিশ্বে আজ রোল মডেলে পরিণত হয়েছে।

পর্ষদ চেয়ারম্যান বলেন, বিগত বছরের ন্যায় সার্বিক বিবেচনায় অদ্যকার ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আয়োজন করা হয়েছে। অদ্যকার সভায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত হওয়ায় শেয়ারহোল্ডারগণকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিগত বছরের ব্যবসায়িক সাফল্য, ফলাফল ও কার্যকলাপ সম্পর্কে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা ও শেয়ারহোল্ডারদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেয়ার মাধ্যমে কোম্পানির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং কোম্পানিকে আরও উন্নত ও গতিশীল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

চলমান পাতা - ২

তিনি জানান যে, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড দেশের অন্যতম সরকারি জ্বালানি তেল বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সারাদেশে বিদ্যুৎ, কৃষি, শিল্প ও পরিবহণ খাতে জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিশ্চিত করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতিশীলতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এছাড়াও এ কোম্পানি সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে জ্বালানি তেল ও বিটুমিন সরবরাহ করে উন্নয়ন কর্মকান্ডে অবদান রেখে চলেছে। তিনি বলেন, চলমান বিশেষ পরিস্থিতিতেও এ কোম্পানি সারাদেশে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহ করে আসছে। বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব স্বাভাবিক হওয়ায় জ্বালানি তেলের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিক্রয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। জেওসিএল ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ১৯,৪৭,৭২৮ মেট্রিক টন পণ্য বিপণন করেছে যা বিগত বছরের তুলনায় সার্বিকভাবে ৭৯,৭১৫ মেট্রিক টন বা ৪.২৭% বেশি।

তিনি শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করেন যে, শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত জ্বালানি খাতের কোম্পানি এমজেএল বাংলাদেশ লিমিটেড এর মোট শেয়ারের ১৯.৪৫% অর্থাৎ ৬,১৬,২১,৯০০ টি শেয়ারের মালিকানা অত্র কোম্পানির কাছে থাকায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৫০% হারে ঘোষিত নগদ লভ্যাংশ হিসেবে এমজেএল বাংলাদেশ লিমিটেড হতে ৩০,৮১,০৯,৫০০.০০ টাকা অর্জিত হয়েছে। এছাড়া সহযোগী কোম্পানি ওমেরা ফুয়েলস লিমিটেড এর ২৫% শেয়ারের মালিকানাও অত্র কোম্পানির কাছে থাকায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী ওমেরা ফুয়েলস লিমিটেড আয়কর পরবর্তী নীট লাভ ১৬,৯৫,০৪,৯৫৯.০০ টাকার ২৫% হিস্যা বাবদ ৪,২৩,৭৬,২৪০.০০ টাকা এ কোম্পানির মুনাফার সাথে যোগ হয়েছে। এমজেএল বাংলাদেশ লিমিটেড এবং ওমেরা ফুয়েলস লিমিটেড-এ বিনয়োগ এ কোম্পানির আর্থিক ভিক্তি মূলকে আরও সুদৃঢ় করেছে। কোম্পানির পরিচালন আয়, সহযোগী কোম্পানি হতে আয় ও অন্যান্য আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে কোম্পানির কর পরবর্তী নীট লাভ হয়েছে ৩৪০.৮৬ কোটি টাকা যা বিগত বছরের তুলনায় ১৫৪.৫২ কোটি বা ৮২.৯৩% বেশি। তিনি আনন্দের সাথে জানান যে, যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড তেল, গ্যাস ও জ্বালানি ক্যাটাগরিতে ICMAB কর্তৃক আয়োজিত ১৩তম বেস্ট কর্পোরেট এ্যাওয়ার্ড (সিলভার) পদক অর্জন করেছে।

তিনি আরও বলেন, ব্যবসায়িক পরিচালন সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কোম্পানির প্রধান স্থাপনায় জেটির সম্প্রসারণ, সংস্কার ও পাইপ লাইন সম্প্রসারণ কাজ করার জন্য চিটাগাং ড্রাই ডক লিঃ এর সাথে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে এবং নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ফতুল্লা ডিপোতে ৫,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ট্যাংক নির্মাণের কাজ চলমান আছে যা ঢাকা চট্রগ্রাম পাইপ লাইন প্রজেক্ট এর সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। তিনটি তৈল বিপণন কোম্পানির প্রধান স্থাপনাসমূহের পরিচালন কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে স্পেনের স্বনামধন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Tecnicas Reunidas (TR), Spain এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তিনটি তৈল বিপণন কোম্পানির ৩৯টি ডিপোর পরিচালন কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে দেশী-বিদেশী স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলমান আছে। জ্বালানি তেলের মজুদ সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রধান স্থাপনাসহ ডিপোসমূহে মোট ৪০,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ট্যাংক নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদীর পাড়ে একটি নতুন ডিপো স্থাপন, সুনামগঞ্জের সাচনাবাজার বার্জ ডিপোর পরিবর্তে স্থায়ী ডিপো স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কোম্পানির পরিচালন সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করেন।

তিনি শেয়ারহোল্ডারদের বলেন, কোম্পানির "কনস্ট্রাকশন অব ২০ স্টোরিড যমুনা অফিস বিল্ডিং (যমুনা ভবন) এ্যাট কাওরান বাজার, ঢাকা ২য় ফেইজ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকার কাওরান বাজারে ৩য় তলা হতে ২০ তলা ভবন নির্মাণ কাজটির ১৫ তলা পর্যন্ত কাঠামোগত নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। বুয়েটের পরামর্শক সেবা গ্রহণ করে ৩য় তলা থেকে ২০ তলা পর্যন্ত ভবন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য স্পেকট্রা-ইউসিসি জেবি কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ হতে প্রকল্পের কাজ শুরু হবে, প্রকল্পটি শেষ হওয়ার পর জেওসিএল এর ভাড়া আয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তিনি কোম্পানির সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার, গ্রাহক, ব্যবসায়িক সহযোগী, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদেরকে তাদের সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

চেয়ারম্যান মহোদয় বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এর বক্তব্য ও পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন শেয়ারহোল্ডারগণ পড়েছেন মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের সম্মতিক্রমে তা পঠিত হয়েছে বলে গণ্য করেন। সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে তাঁদের মূল্যবান প্রশ্ন ও মন্তব্য/মতামত প্রদান এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভা শুরুর ৭২ ঘণ্টা আগে থেকে ওয়েবপোর্টাল খুলে দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি আশা করেন, শেয়ারহোল্ডারগণ তাঁদের প্রশ্ন উত্থাপন, মন্তব্য/মতামত প্রদান ও ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছেন।

চলমান পাতা - ৩

এ পর্যায়ে চেয়ারম্যান মহোদয় সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদনের উপর তাঁদের মূল্যবান মতামত/মন্তব্য ও প্রশ্ন পাঠ করার জন্য কোম্পানি সচিবকে অনুরোধ করেন এবং কোম্পানি সচিব শেয়ারহোল্ডারগণের নিম্মোক্ত মূল্যবান মতামত/মন্তব্য ও প্রশ্ন পাঠ করেন:

০১) জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব, (বিও আইডি নং ১২০১৫৯০০০৮০১৪৩৬৭)

তিনি শুরুতে সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় ও ভার্চুয়াল লিংকে যুক্ত শেয়ারহোল্ডারসহ সকল অংশীজনকে সালাম জানিয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সুন্দর ও ট্রান্সপারেন্ট বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরীর সাথে ৪৭তম এজিএম এর কার্যবিবরণিতে ৫ জন শেয়ারহোল্ডারের মন্তব্য তুলে ধরার জন্য কোম্পানি সচিবকে ধন্যবাদ জানান। তিনি কোম্পানির সার্বিক মুনাফাসহ শেয়ার প্রতি আয়, নীট সম্পদ মূল্য ও নীট পরিচালন নগদ প্রবাহ বৃদ্ধিতে সন্তোষ প্রকাশ করার পাশাপাশি শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ বৃদ্ধিতে আনন্দিত হন। করোনা ও বৈশ্বিক বিরাজমান যুদ্ধাবস্থা জনিত কারনে অর্থনৈতিক বিপর্যস্ততা সত্ত্বেও নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি তেল সরবরাহ অব্যাহত রেখে এমন ফলাফল অর্জনের জন্য তিনি কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গিয়াস উদ্দীন আনসারীকে একজন বোদ্ধা ব্যক্তিত্ব হিসেবে অভিহিত করেন এবং একইসাথে তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বে পরিচালিত যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এর "কর্পোরেট ম্যানেজমেন্ট" কে আন্তরিক মোবারকবাদ জানান। তিনি তিনজন পরিচালক অবসর গ্রহণ করলেও অন্যান্যের সাথে মিসেস অনিকা চৌধুরী অপ্রতিদ্বন্দী হিসেবে সম্প্রতি নির্বাচিত হয়ে বোর্ডে থাকছেন জেনে খুশি হন। আগামী অর্থবছরে ঢাকাস্থ ২০তলা যমুনা ভবন এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে কিনা এবং সম্পন্ন হয়ে গেলে তার সুফল পাওয়া যাবে কিনা জানতে চান। তিনি জ্বালানি সেক্টরে বিপণন ও সরবরাহ কাজে অপচয় প্রতিরোধে কঠোরতা অবলম্বনের পাশাপাশি ডিপো বা কার্যালয়গুলোতে অটোমেশন নেটওয়ার্ক স্থাপন ত্বরান্বিত করার অনুরোধ জানান। বেসরকারি পর্যায়ে রিফাইনারী স্থাপন, অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানিপূর্বক তা মজুদ, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন ও বিপণন নীতিমালা-২৩ শীর্ষক ১৫.১১.২৩ তারিখের জারী করা প্রজ্ঞাপনের ফলে উদ্ভুত প্রতিযোগিতা মোকাবেলায় কোম্পানির করণীয় বা প্রস্তুতির একটা সম্ভাব্য ধারণা জানতে চান। বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত ফটোগুলোতে শেয়ারহোল্ডারদের ছবি নেই উল্লেখ করে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। ডিজিটালাইজড এজিএমে যোগদানের সুযোগ না থাকলেও কোম্পানির কোন অনুষ্ঠানে শেয়ারহোল্ডারদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়ার ব্যাপারে অনুরোধ করেন। এছাড়াও ১৬ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে BSEC এর নির্দেশনায় ফিজিক্যাল এজিএম করার ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে অন্তত হাইব্রিড এজিএম করার পরামর্শ দেন।

০২) জনাব বিধান চন্দ্র গাঙ্গুলী, (বিও আইডি নং ১২০৩৮৬০০১৪৭৬৪৪৩৭)

তিনি যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেডের উত্তোরত্তর সমৃদ্ধি এবং কোম্পানির সকল কর্মীদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে চেয়ারম্যান এবং পরিচালক মহোদয়গণের কাছে আগামীতে সরাসরি এজিএম অনুষ্ঠানের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

০৩) জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন, (বিও আইডি নং ১২০৪৪৩০০৩৯৭৮৫২৩৯)

১৩০% লভ্যাংশ ঘোষণার জন্য তিনি যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

০৪) জনাব কবির আহমেদ চৌধুরী, (বিও আইডি নং ১৬০১৮৮০০৪৫৮৪৩৫০০)

তিনি বক্তব্যের শুরুতে যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এর ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার সম্মানিত সভাপতি, বিজ্ঞ পরিচালনা পর্ষদ, দক্ষ ব্যবস্থাপনা টিম, প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধির নিরন্তর সংগ্রামে নিয়োজিত শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তাগণকে সালাম এবং শুভেচ্ছা জানান। তিনি প্রিয় প্রতিষ্ঠানের ৪৮ বছর পার করে ৪৯তম বছরে পদার্পণে তিনি সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অভিবাদন জানান। কোভিড পরিস্থিতি, বিশ্বব্যাপী যুদ্ধাবস্থায় তীব্র ডলার সংকটের কারণে অর্থনীতির টালমাটাল পরিস্থিতির মাঝেও প্রতিষ্ঠান ১৩০ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করায় তিনি আনন্দিত হন এবং এমডি মহোদয় এর দক্ষ দিক নির্দেশনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের পাশাপাশি সকল কর্মী এবং সিবিএর সহযোগিতায় এরকম ফলাফল সম্ভব হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশ্যে প্রতিবেদনে চেয়ারম্যান মহোদয় যে বাণী দিয়েছেন তার প্রশংসা করেন। তিনি কোম্পানির Vision, Mission & Strategic Objective অত্যন্ত চমৎকার বলে মত প্রকাশ করেন। প্রতিবেদনে ৩০ দফা কর্ম-পরিকল্পনাকেও সময়োপযোগী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এসময় তিনি কর্মপরিকল্পনায় কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ের খালি জায়গায় একটি এনেক্স ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা সংযোজনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সুন্দর, স্বচ্ছ ও আকর্ষণীয় কভার সহযোগে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য তিনি কোম্পানি সচিবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কোম্পানির উর্ধ্বমূখী EPS, NAV, ও NOCFPS এর ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী বছর ১৪০ শতাংশ লভ্যাংশ পাবার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি NAV পুনঃমূল্যায়ন, ঢাকাস্থ নির্মাণাধীন ২০তলা ভবনের দ্রুত সমাপন ও সিএসআর তহবিল থেকে কোম্পানির নামে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।

চলমান পাতা - ৪

০৫) জনাব মামুন হোসাইন শামীম, (বিও আইডি নং ১২০১৫৩০০৫৮৩৯১২২৫)

তিনি কোম্পানির চেয়ারম্যান মহোদয়কে সালাম জানিয়ে কোম্পানির সাফল্য কামনা করেন। তিনি লভ্যাংশ বন্টনের বর্তমান হারের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার আশা করেন। অবশেষে এজিএমে উত্থাপিত সকল এজেন্ডা পাশের প্রস্তাব করেন।

০৬) জনাব মোঃ মোবারক হোসেন, (বিও আইডি নং ১২০২৫৩০০১৯৮১৫১২২)

তিনি শুরুতে কোম্পানির সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। তেল কোম্পানিগুলো সারাদেশে তেল সরবরাহ করে দেশের চাকা সচল করে দেশকে কর্মক্ষম করে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং এর মধ্যে যমুনা অয়েল অন্যতম বলে মন্তব্য করেন। তিনি এমন একটি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করেন। তিনি ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দক্ষতা ও সঠিক দিক-নির্দেশনার কারণে নীট প্রফিটের পরিমাণ ২৪৮ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫০ কোটি টাকায় উন্নীত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি ইপিএস ৩০.৮৭ টাকায় উন্নীত হওয়ায় সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনিও অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারদের ন্যায় সরাসরি এজিএম আয়োজনের অনুরোধ ব্যক্ত করেন।

০৭) জনাব শংকর কুমার মল্লিক, (বিও আইডি নং ১২০৪৪৩০০১৫৩৪০৬৫৬)

তিনি কোম্পানির চেয়ারম্যান মহোদয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামীতে লভ্যাংশ আরও বেশি পাওয়ার আশা করেন ও ভার্চুয়ালির পরিবর্তে ফিজিক্যাল এজিএম অনুষ্ঠানের অনুরোধ করেন। পাশাপাশি কোম্পানির ভবিষ্যৎ উন্নতি ও পরিকল্পনার বিষয়ে জানতে চান।

০৮) জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ, (বিও আইডি নং ১২০১৯৬০০০১৭১৪৭৪১৩)

তিনি এজিএম আয়োজন ও এবছরের লভ্যাংশ ঘোষণার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানের সিএসআর তহবিলের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চান।

০৯) জনাব প্রদীপ কুমার দাস, (বিও আইডি নং ১২০৩৬৯০০০০১০৫৯৭৬)

তিনি এবছরের লভ্যাংশ ঘোষণার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং লভ্যাংশ শেয়ারহোল্ডারদের ব্যাংক হিসাবে এক সপ্তাহের মধ্যে জমা করার পরামর্শ দেন।

১০) জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন লিংকন- (বিও আইডি নং ১২০১৪৭০০০০০২১৭১১)

১৩০% নগদ লভ্যাংশ এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এজিএম আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে নগদ লভ্যাংশ বিইএফটিএন করার অনুরোধ করেন। আগামী বছর আরো ভালো লভ্যাংশ পাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে ব্যবসায়িক পরিস্থিতি কেমন জানতে চান।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বক্তব্য ও জবাব:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এর আজকের ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত সভাপতি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব) এবং অত্র কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব এ বি এম আজাদ এনডিসি, পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত পরিচালকবৃন্দ, বিপিসি'র সম্মানিত পরিচালকবৃন্দ, বিপিসি'র প্রতিনিধিসহ উর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক ও কর্মকর্তাবৃন্দ, সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, অতিথিবৃন্দ এবং এ কোম্পানির সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকবৃন্দকে সালাম জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক বক্তব্যের শুরুতে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদদেরকে এবং শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ শাহাদাতবরণকারী পরিবারের সকল সদস্যদের নির্মম হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং শাহাদাতবরনকারী সকলের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। তিনি কৃতজ্ঞতা জানান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি, যার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের মধ্যেও বাংলাদেশ বিশ্বে আজ রোল মডেলে পরিণত হয়েছে।

চলমান পাতা - ৫

তিনি ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত হয়ে ধৈর্য ধরে সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দদের মূল্যবান প্রশ্ন/মতামত/পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের মূল্যবান প্রশ্ন/মতামত/পরামর্শ যেগুলো কোম্পানি সচিব পাঠ করেছেন তার জবাব শেয়ারহোল্ডারবৃন্দদের সদয় অবগতির জন্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, এ কোম্পানির মালিক শেয়ারহোল্ডারগণ। শেয়ারহোল্ডারদের সন্তুষ্টি অর্জনই অত্র কোম্পানির লক্ষ্য। শেয়ারহোল্ডারগণ সন্তুষ্ট হলেই, কোম্পানির পরিচালনা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। কোম্পানির কার্যক্রম অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করতে কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। ফলে গত বছরের তুলনায় এ বছর কর পরবর্তী মুনাফা ১৫৪.৫২ কোটি টাকা বেশি হয়েছে এবং ১৩০% লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে। এই সাফল্য পরবর্তী অর্থ বছরগুলোতেও অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশা করেন। তিনি জানান যে, ঢাকার কারওয়ান বাজারস্থ ২০তলা ভবনের নির্মাণ প্রকল্পের দ্বিতীয় ফেজের (৩য়-২০তম তলার) অবশিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য নির্মাণ সংস্থা স্পেক্ট্রা-ইউসিসি জেভি এর সাথে একটি চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে। আগামী মাস থেকেই এর নির্মাণ কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হবে। আগামী দুই বছর নাগাদ উক্ত নির্মাণকাজ সম্পন্ন হবে। এতে কোম্পানির ভাড়া আয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়াও কোম্পানির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ চলমান রয়েছে। এ সকল কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে ব্যবসায়ের পরিধি বৃদ্ধি, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পরিচালন সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ কোম্পানির আয় পূর্বের তুলনায় আরও বৃদ্ধি পাবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। জ্বালানি তেল বিপণন কোম্পানিসমূহের ডিপো ও কার্যালয়গুলোতে সরকার গৃহীত অটোমেশন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রধান স্থাপনাকে অটোমেশন নেটওয়ার্কের আওতায় আনার জন্য সংশ্লিষ্ট পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Tecnicas Reunidas, Spain এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। তিনি আশ্বস্ত করেন যে, বেসরকারি পর্যায়ে রিফাইনারী স্থাপন, অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানিপূর্বক তা মজুদ, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন ও বিপণন নীতিমালা-২৩ শীর্ষক ১৫.১১.২৩ তারিখের জারী করা প্রজ্ঞাপনের ফলে উদ্ভূত প্রতিযোগিতা মোকাবেলায় কোম্পানি কর্তৃক যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। তিনি শেরারহোল্ডারদের বলেন, এজিএম করার ব্যাপারে ১৬ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে জারীকৃত BSEC এর নির্দেশনার আলোকে পরবর্তী এজিএম হাইব্রিড পদ্ধতিতে করা হবে। আশা করা যায় এতে করে শেয়ারহোল্ডারদের অংশগ্রহণ আরও বাড়বে ফলে তাদের ছবিও ফটোগ্যালারিতে সন্নিবেশন করা সম্ভব হবে। কোম্পানির কার্যক্রম অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করতে কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। চট্টগ্রাম যমুনা ভবনটি দীর্ঘদিনের পুরনো একটি ঐতিহ্যবাহী ভবন। এনেক্স ভবন নির্মাণের বিষয়ে অর্থনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা এবং Feasibility Study করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সম্পদ পুনঃমূল্যায়ন বিষয়ে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সিএসআর তহবিল থেকে প্রতি বছরই অনেক দাতব্য সংস্থায় অর্থ দান করা হয়ে থাকে। ভবিষ্যতে এ বিষয়টি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অধিকতর গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, এ কোম্পানি একটি রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাজস্ব আহরণে বদ্ধ পরিকর। প্রতিষ্ঠানটি অর্পিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সরকারি রাজস্ব আহরণ করে এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় জমা প্রদান করে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শেয়ারহোল্ডারদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোম্পানি আইন ও কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড- ২০১৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় এবং নিয়ম অনুযায়ী নগদ লভ্যাংশ বিইএফটিএন এর মাধ্যমে যথাসময়ে প্রেরণ করা হবে হবে বলে আশ্বস্ত করেন। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব সারাবিশ্বের মতো বাংলাদেশেও পড়েছে, ফলে স্বাভাবিকভাবে অত্র কোম্পানির পরিচালন কার্যক্রমের উপরেও এর প্রভাব পড়েছে। উক্ত যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বিশ্ব বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কোম্পানির পণ্যসমূহ বিপণনের ক্ষেত্রে কোম্পানি নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে যা কোম্পানি দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মোকাবিলা করবে।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দকে আজকের ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত হয়ে ধৈর্য ধরে সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে জয় বাংলা বলে বক্তব্য শেষ করেন।

এ পর্যায়ে চেয়ারম্যান মহোদয় শেয়ারহোল্ডাগণের উদ্দেশ্যে বলেন, ৭২ ঘন্টা পূর্বে বার্ষিক সাধারণ সভার বিষয়সমূহের উপর আলোচ্যসূচী অনুসারে পক্ষে-বিপক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য ভোটিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। তিনি বিষয়সমূহের পক্ষে-বিপক্ষে প্রাপ্ত ভোটের ফলাফল ঘোষণার জন্য কোম্পানি সচিবকে অনুরোধ করেন। এ পর্যায়ে কোম্পানি সচিব বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কার্যক্রম শুরু করেন।

চলমান পাতা - ৬

আলোচ্যসূচি- ১ : ২৮ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি., ১৪ মাঘ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত নিশ্চিতকরণ।

আলোচনা : কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ৮৯(২) ধারা মোতাবেক বিগত ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং পর্ষদ চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের সদয় অবগতির জন্য উক্ত কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তসমূহ ই-মেইল অ্যাড্রেসে প্রেরণ করা হয়েছে এবং একই সাথে কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। আশা করি আপনারা তা' পেয়েছেন এবং পড়েছেন। এমতাবস্থায় ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পঠিত বলে গণ্য করা হয়। এমতাবস্থায় ২৮ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি., ১৪ মাঘ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত নিশ্চিতকরণের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

অনলাইন ভোটিং-এ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্যসূচি-১ এর প্রস্তাবের পক্ষে ৮,৯১,৬৪,৫৮২ সংখ্যক এবং বিপক্ষে ৩১ সংখ্যক ভোট পড়েছে।

অনলাইন ভোটিং এ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্যসূচি-১ এর সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য চেয়ারম্যান মহোদয়কে বিনীত অনুরোধ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : অনলাইন ভোটিং-এ প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে ২৮ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি., ১৪ মাঘ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, শনিবার অনুষ্ঠিত ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত নিশ্চিতকরণ (আলোচ্যসূচি-১) এর প্রস্তাব অনুমোদিত হলো।

আলোচ্যসূচি- ২ : ২০২৩ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং উহার উপর কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ এবং অনুমোদন।

আলোচনা : কোম্পানি সচিব সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন যে, ২০২৩ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী, যুগ্ম-বহিঃনিরীক্ষকের প্রতিবেদন ও শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশে পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন আপনাদের নিকট প্রেরিত/কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত আছে। আশাকরি আপনারা সবাই প্রতিবেদনসমূহ পড়েছেন। কাজেই সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনসমূহ পঠিত হয়েছে বলে গণ্য করা হয়। এমতাবস্থায়, ২০২৩ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং উহার উপর কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ এবং অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের অনলাইন ভোটিং-এ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্যসূচি-২ এর প্রস্তাবের পক্ষে ৮,৯০,৫১,৮৮৫ সংখ্যক এবং বিপক্ষে ১,১২,৩৬০ সংখ্যক ভোট পড়েছে।

এমতাবস্থায়, অনলাইন ভোটিং এ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্যসূচি-২ এর সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য চেয়ারম্যান মহোদয়কে বিনীত অনুরোধ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : অনলাইন ভোটিং-এ প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী ২০২৩ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং উহার উপর কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ এবং অনুমোদন (আলোচ্যসূচি-২) এর প্রস্তাব অনুমোদিত হলো।

আলোচ্যসূচি-৩: ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা অনুমোদন।

আলোচনা : কোম্পানি সচিব সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন যে, যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত বছরে আশানুরূপ মুনাফা অর্জন করায়, পরিচালনা পর্ষদ শেয়ারহোল্ডারগণের স্বার্থ বিবেচনা করে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জন্য ১৩০ শতাংশ হারে অর্থাৎ প্রতি ১০/= টাকার শেয়ারে ১৩.০০ টাকা নগদ লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছে। উক্ত লভ্যাংশ ঘোষণা অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

অনলাইন ভোটিং-এ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্যসূচি-৩ এর প্রস্তাবের পক্ষে ৮,৯১,৬২,৭৪৫ সংখ্যক এবং বিপক্ষে ০ সংখ্যক ভোট পড়েছে।

এমতাবস্থায়, অনলাইন ভোটিং এ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্যসূচি-৩ এর সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য চেয়ারম্যান মহোদয়কে বিনীত অনুরোধ জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত : অনলাইন ভোটিং-এ প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য ১৩০ শতাংশ অর্থাৎ প্রতি ১০/= টাকার শেয়ারে ১৩.০০ টাকা নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা (আলোচ্যসূচি-৩) এর প্রস্তাব অনুমোদিত হলো।

চলমান পাতা - ৭

আলোচ্যসূচি- ৪: বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত পরিচালক যাঁরা কোম্পানির আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন অনুযায়ী অবসর গ্রহণ করছেন তাঁদের পুনঃনিয়োগ অনুমোদন।

আলোচনা : কোম্পানি সচিব সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন যে, কোম্পানির আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন এর ধারা ১৩৯, ১৪০, ১৪১ এবং ১৪৩ অনুযায়ী প্রতি বার্ষিক সাধারণ সভায় জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পরিচালকবৃন্দের এক-তৃতীয়াংশ পালাক্রমে অবসর গ্রহণ করে থাকেন। এ বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডার পরিচালক মিসেস অনিকা চৌধুরী এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত পরিচালক জনাব জনাব এ কে এম মিজানুর রহমান ও জনাব শেখ মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন পরিচালনা পর্ষদ হতে অবসর গ্রহণ করছেন। শেয়াহোল্ডার পরিচালকের শূন্য পদ পূরণের জন্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জনাব এ কে এম মিজানুর রহমান ও জনাব শেখ মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন পুনঃনির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা রাখেন বিধায় কোম্পানির আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন এর ধারা ১২৯ অনুযায়ী বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনাব এ কে এম মিজানুর রহমান ও জনাব শেখ মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন পুনঃমনোনীত হয়েছেন। পরিচালক পদে বিপিসি'র মনোনীত জনাব এ কে এম মিজানুর রহমান ও জনাব শেখ মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেনকে পুনঃনির্বাচিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

অনলাইন ভোটিং-এ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্যসূচি-৪ এর পক্ষে ৮,৯০,৪৯,৯৪৭ সংখ্যক এবং বিপক্ষে ১,১২,৫৯২ সংখ্যক ভোট পড়েছে।

এমতাবস্থায়, অনলাইন ভোটিং এ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্যসূচি-৪ এর সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য চেয়ারম্যান মহোদয়কে বিনীত অনুরোধ জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত পরিচালক জনাব এ কে এম মিজানুর রহমান ও জনাব শেখ মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন এর পুনঃনিয়োগ অদ্যকার সভায় শেয়ারহোল্ডারগণের প্রাপ্ত ভোটের ফলাফল অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে (আলোচ্যসূচি-৪) অনুমোদিত হলো।

আলোচ্যসূচি- ৫: কাম্পানির আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন এর ১২৮ নং ধারা অনুযায়ী শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নির্বাচন করা।

আলোচনা : কোম্পানি সচিব সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন যে, কোম্পানির আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন এর ধারা ১২৮ ও বাংলাদেশ সিকিউটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের জারীকৃত নোটিফিকেশন BSEC/CMRRCD/ 2009193/217/ Admin/90 তারিখ: ২১ মে, ২০১৯ খ্রি. এর সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ১জন শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নির্বাচনের পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে। তদানুসারে কোম্পানির জেনারাল ম্যানেজার (হিসাব ও অর্থ) কে প্রধান করে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট ''নির্বাচন কমিশন" গঠন করা হয়। শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নির্বাচনের তফসিল ২২-১২-২০২৩ তারিখে দি ঢাকা ট্রিবিউন ও আজকের পত্রিকা সংবাদ পত্রের মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট http://www.jamunaoil.gov.bd এ আপলোড করা হয়েছে।

তফসিলের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশন বরাবর আবেদনকৃত প্রার্থী হলেন মেসার্স স্কয়ার ফার্মাসিউটিকেল্স লিমিটেড, নমিনী- মিসেস অনিকা চৌধুরী, বিও আইডি নং-১২০১৫৬০০০০০২০৯০৭। আর কোন প্রার্থী আবেদন না করায় নির্বাচন কমিশন প্রাতিষ্ঠানিক শেয়ারহোল্ডার মেসার্স স্কয়ার ফার্মাসিউটিকেল্স লিমিটেড, নমিনী- মিসেস অনিকা চৌধুরী, বিও আইডি নং-১২০১৫৬০০০০০২০৯০৭- কে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী ঘোষণা করে। নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত ফলাফলের প্রেক্ষিতে শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নিয়োগের নিমিত্তে প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে।

অনলাইন ভোটিং-এ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্যসূচি-৫ এর পক্ষে ৮,৯০,৫০,৩০৫ সংখ্যক এবং বিপক্ষে ১,১২,৩৩৪ সংখ্যক ভোট পড়েছে।

এমতাবস্থায়, অনলাইন ভোটিং এ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্যসূচি-৫ এর সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য চেয়ারম্যান মহোদয়কে বিনীত অনুরোধ জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত : কোম্পানির আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন এর ১২৮ নং ধারা অনুযায়ী শেয়ারহোল্ডার পরিচালক হিসেবে মেসার্স স্কয়ার ফার্মাসিউটিকেল্স লিমিটেড, নমিনী- মিসেস অনিকা চৌধুরী কে নিয়োগ অদ্যকার সভায় শেয়ারহোল্ডারগণের প্রাপ্ত ভোটের ফলাফল অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে (আলোচ্যসূচি-৫) অনুমোদিত হলো।

চলমান পাতা - ৮

আলোচ্যসূচি- ৬ : ২০২৪ সালের ৩০ জুন সমাপ্য বছরের জন্য যুগ্ম-বহিঃনিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

আলোচনা : কোম্পানি সচিব সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন যে, কোম্পানির বর্তমান বহিঃনিরীক্ষকদ্বয় মেসার্স শফিক বসাক এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস এবং মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস এ সভায় অবসর গ্রহণ করছে। কোম্পানির নিরীক্ষক হিসেবে ৩(তিন) বছর পূর্ণ না করায় মেসার্স শফিক বসাক এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস এর পুনঃনিযুক্তির যোগ্যতা রয়েছে এবং তারা পুনঃনিযুক্তির ইচ্ছা পোষণ করেছে। মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ৩(তিন) বছর পূর্ণ করায় তাদের পুনঃনিযুক্তির সুযোগ নেই। ফলশ্রুতিতে, বিপিসির মনোনয়নের প্রেক্ষিতে মেসার্স শফিক বসাক এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস এবং মেসার্স হোদা ভাসী চৌধুরী এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টসকে যুগ্ম-বহিঃনিরীক্ষক হিসেবে বিদ্যমান ফি'তে (ভ্যাট ব্যতীত ৩২০,০০০.০০ টাকায়- সমহারে বন্টন সাপেক্ষে) পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্তির অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রস্তাব উপস্থাপনের বিষয়টি কোম্পানি বোর্ড কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, ২০২৩-২০২৪ হিসাব বছরের জন্য যুগ্ম-বহিঃনিরীক্ষক হিসেবে মেসার্স শফিক বসাক এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস এবং মেসার্স হোদা ভাসী চৌধুরী এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ফার্মদ্বয়কে নিযুক্তির এবং ভ্যাট ব্যতীত টাকা: ৩,২০,০০০.০০ (তিন লক্ষ বিশ হাজার) মাত্র ফি (যা উভয় প্রতিষ্ঠানে সমভাগে বন্টনযোগ্য) নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

অনলাইন ভোটিং-এ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্যসূচি-৬ এর প্রস্তাবের পক্ষে ৮,৯১,৬২,৫৮৮ সংখ্যক এবং বিপক্ষে ১২১ সংখ্যক ভোট পড়েছে।

এমতাবস্থায়, অনলাইন ভোটিং এ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্যসূচি-৬ এর সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য চেয়ারম্যান মহোদয়কে বিনীত অনুরোধ জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত: কোম্পানির ২০২৩-২০২৪ হিসাব বছরের জন্য যুগ্ম-বহিঃনিরীক্ষক হিসেবে মেসার্স শফিক বসাক এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস এবং মেসার্স হোদা ভাসী চৌধুরী এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ফার্মদ্বয়কে নিযুক্তির এবং ভ্যাট ব্যতীত টাকা: ৩,২০,০০০.০০ (তিন লক্ষ বিশ হাজার) মাত্র ফি (যা উভয় প্রতিষ্ঠানে সমভাগে বন্টনযোগ্য) নির্ধারণের প্রস্তাব অদ্যকার সভায় শেয়ারহোল্ডারগণের অনলাইনে প্রাপ্ত ভোটের ফলাফল অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে (আলোচ্যসূচি-৬) অনুমোদিত হলো।

আলোচ্যসূচি-৭ : ২০২৪ সালের ৩০ জুন সমাপ্য বছরের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশে কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইনের শর্তাবলী মেনে চলার বিষয়ে প্রত্যয়ন পত্রের জন্য পেশাদার প্রতিষ্ঠান নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

আলোচনা : কোম্পানি সচিব সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন যে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড BSEC/CMRRCD/ 2006-158/207/Admin/80 তারিখ: ০৩-০৬-২০১৮ খ্রি. মেনে চলার বিষয়ে প্রত্যয়ন পত্রের জন্য মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস'কে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের জন্য বিদ্যমান ভ্যাট ব্যতীত ফি টাকা ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) মাত্র এ নিযুক্তির জন্য পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। অদ্যকার বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণ মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস'কে কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড মেনে চলার বিষয়ে প্রত্যয়ন পত্র প্রদানের নিমিত্তে পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্তির অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

অনলাইন ভোটিং-এ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্যসূচি-৭ এর প্রস্তাবের পক্ষে ৮,৯১,৬২,৭৩৪ সংখ্যক এবং বিপক্ষে ০ সংখ্যক ভোট পড়েছে।

এমতাবস্থায় অনলাইন ভোটিং এ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচ্যসূচি-৭ এর সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য চেয়ারম্যান মহোদয়কে বিনীত অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত : ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্য হিসাব বছরে কোম্পানির কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড মেনে চলার বিষয়ে প্রত্যয়ন পত্র প্রদানের নিমিত্তে মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস্'কে ভ্যাট ব্যতীত ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা পারিশ্রমিকে পেশাদার প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব অদ্যকার সভায় শেয়ারহোল্ডারগণের প্রাপ্ত ভোটের ফলাফল অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে (আলোচ্যসূচি-৭) অনুমোদিত হলো।

চলমান পাতা - ৯

আলোচ্যসূচি-৮ : সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে অন্য যে কোন বিষয় আলোচনা ।

কোম্পানি সচিব সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন যে, কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় পূর্বাহ্নে বিজ্ঞপ্তি ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা করার বিধান নেই তবুও কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকলে তা' নথি বহির্ভুতভাবে আলোচনা করা যেতে পারে মর্মে সকলকে অবহিত করা হয়। সংযুক্ত শেয়ারহোল্ডারগণ হতে কোন সাধারণ বিষয় আলোচনার জন্য প্রস্তাব আসে নাই বিধায় আর কোন আলোচনা নাই।

এ পর্যায়ে কোম্পানি সচিব চেয়ারম্যান মহোদয়কে সভার সমাপনী বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণার জন্য বিনীত অনুরোধ করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের সমাপনী বক্তব্য:

চেয়ারম্যান মহোদয় আজকের এই বার্ষিক সাধারণ সভা সফল করার জন্য ধৈর্যসহকারে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে সভাকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী, বিপিসি'র সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দ, সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ এবং সুধিবৃন্দ সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন'কে কোম্পানির অগ্রযাত্রায় সঠিক ও সময় উপযোগী দিক-নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, ব্যবস্থাপনা টিম, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, উদ্যোগ ও সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, সিডিবিএল, রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস, নিরীক্ষকদ্বয়, শেয়ারহোল্ডারগণ, কোম্পানির সকল ডিলার, এজেন্ট/ডিষ্ট্রিবিউটর ও অন্যান্য গ্রাহকবৃন্দকে তাদের সমর্থন ও দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পর্ষদ চেয়ারম্যান ও সভার সভাপতি বলেন, ৪৮তম এজিএম এর অনলাইন সাইট ওপেন হওয়ার ৭২ ঘণ্টার মধ্য শেয়ারহোল্ডারগণ যে সাড়া দিয়েছেন তা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। শেয়ারহোল্ডারগণ অনেক মূল্যবান প্রশ্ন করেছেন ও মন্তব্য/মতামত দিয়েছেন যা ভবিষ্যতে কোম্পানির পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি আশা করেন, শেয়ারহোল্ডারগণ ভবিষ্যতে আরও মতামত ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে কোম্পানির উন্নয়নে অবদান রাখবেন। ডিজিটাল মাধ্যম তথা ভার্চুয়ালি এজিএম অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব সরাসরি দেয়া সম্ভব হয়নি। BSEC এর নির্দেশনার আলোকে পরবর্তী এজিএম হাইব্রিড পদ্ধতিতে করা হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পরিশেষে, সভাপতি উপস্থিত সকল শেয়ারহোল্ডারগণ ও সম্মানিত সুধিবৃন্দের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

জয় বাংলা,

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

০৪/১২/২০২৪

(এ বি এম আজাদ এনডিসি)
চেয়ারম্যান